গোপালগঞ্জে আটকের পর মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেলেন বিএনপি নেতা



ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা থেকে বাগেরহাটে যাওয়ার পথে গোপালগঞ্জে আটকের পর দুই লাখ ১৭ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন বাগেরহাট জেলা বিএনপির সদস্য মনিরুল হক ফরাজী। তাঁর অভিযোগ, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাঁকে আটকে রেখে মারধর ও টাকা-পয়সাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুক্তি পাওয়ার পর রাতেই ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাসায় ফেরেন তিনি। বর্তমানে চিকিৎসা নিচ্ছেন। শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ঘটনায় পুলিশের কাছে কোনো অভিযোগ করেননি মনিরুল।

মনিরুল হক ফরাজী জানান, বুধবার রাত ১টার দিকে নিজের গাড়িতে বিএনপি নেতা শেখ মঈন উদ্দিন আহমেদ ময়েন ও চালক হাসানকে নিয়ে বাগেরহাটের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন তিনি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে মোংলা-মাওয়া মহাসড়কের গোপালগঞ্জের ঘোনাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে তাঁদের গাড়ির সামনে গাছ ফেলে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়। কয়েকজন গাছ সরিয়ে দিলে তাঁরা গাড়ি নিয়ে সামনে এগোতে যান। এ সময় লাঠিসোঁটা হাতে একদল লোক তাঁদের গাড়ি ঘিরে ধরে।

তিনি আরও জানান, গাড়ি থেকে নামিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। এতে নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। সঙ্গে থাকা ময়েন ও চালক হাসানকেও মারধর করা হয়। পরে তাঁদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মনিরুলকে আটকে রাখা হয়। তাঁর মোবাইল ফোনে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে তোলা ছবি দেখে হামলাকারীরা তাঁকে আরও মারধর করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মনিরুলের কাছ থেকে নগদ ৬৭ হাজার টাকা, বিভিন্ন ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, প্লাটিনামের আংটি, গলার চেইন এবং আইফোন ১৭ প্রো নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এরপর তাঁকে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোররাত থেকে দুপুর পর্যন্ত তাঁকে হাঁটতে বাধ্য করা হয় বলে জানান তিনি।

পরে তাঁকে ছেড়ে দিতে আরও টাকা দাবি করা হয়। একপর্যায়ে বিকাশে দেড় লাখ টাকা পাঠানোর পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানান মনিরুল। তাঁর দাবি, প্রথমে হামলাকারীর সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ জন থাকলেও শেষ পর্যন্ত চারজন ছিল। কাউকেই তিনি আগে থেকে চিনতেন না।

মুক্তি পাওয়ার পর ভাড়ায় মোটরসাইকেল ও বিভিন্ন পরিবহনে করে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে ঢাকার বাসায় পৌঁছান তিনি। মারধরের কারণে সারা শরীরে এখনো ব্যথা রয়েছে বলে জানান মনিরুল।

বাগেরহাটের পুলিশ সুপার মো. জামিরুল ইসলাম বলেন, মনিরুল হক ফরাজীকে গোপালগঞ্জে অপহরণের খবর পেয়ে তাঁরা সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর ফিরে আসার খবর পেয়েছেন। সুস্থ হওয়ার পর তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।